চুয়াডাঙ্গার বারোয়ারী পূজামন্ডপে মহাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের কুকিয়াচাঁদপুর বারোয়ারী পূজামন্দিরে মহাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মন্দির কমিটির সভাপতি শ্রী গৌতমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আ.লীগের ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক আরশাদ উদ্দিন চন্দন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শ্রী বিশ্বজিৎ, সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার রফিক রহমান, বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদুল্লাহ, আ.লীগ নেতা বাবুল আক্তার, মতিয়ার রহমান, মনির, কাদের, রানা, বাদল, মাসুম ঝন্টু মিয়া, হাফিজ সরকার যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ ।

বাগোয়ান ইউনিয়নের নৌকার মনোনিত প্রার্থী কুতুবউদ্দীনকে গনসংবর্ধনা

আমি সারা জীবন স্বপ্ন দেখে এসেছি, বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী খ্যাত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত প্রথম সরকারের শপথ ভূমি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত এই মুজিবনগর আওয়ামী লীগ হবে রাজাকারমুক্ত আওয়ামী লীগ।

আজ আমার সেই স্বপ্ন সফল হয়েছ। বুধবার বেলা চারটার সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক বাগোয়ান ইউনিয়ন এর নৌকা প্রতীকের মনোনয়নপ্রাপ্ত কুতুব উদ্দিন মল্লিক এর গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব

কথা বলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মানবতার মা জননী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাগোয়ান ইউনিয়ন এর নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে কুতুব উদ্দিন মল্লিক কে মনোনয়ন দিয়েছেন। আসুন আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে মুজিবনগর উপজেলার সকল নৌকা প্রতীকের প্রার্থীকে বিজয়ী করে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করি।

বুধবার বেলা সাড়ে চারটার দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের মনোনয়ন প্রাপ্ত কুতুব উদ্দিন মল্লিক ও ঢাকা থেকে মনোনয়ন নিয়ে নিজ এলাকায় আসলে মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত মোনাখালী খেলার মাঠ হতে ইউনিয়নের হাজার হাজার জনতা বিশাল রেলি সহকারে তাকে বরণ করে নিয়ে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে স্মৃতিসৌধের মুক্তিযুদ্ধ সহ সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে সেখানে একটি গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এসময় বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এবং বিপুল সংখ্যক জনতা উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে ভিক্ষুকদের মাঝে ছাগল বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পুনর্বাসনের লক্ষে ভিক্ষুকদের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়ের ‘ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির’ আওতায় উপজেলার আটজন ভিক্ষুকের মাঝে এই ছাগল দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ চত্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভিক্ষুকদের হাতে ছাগল তুলে দেন উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন ও ইউএনও সৈয়দা নাফিস সুলতানা। ছাগল ছাড়াও তাদেরকে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

এ সময় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শিউলি রাণী উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষকের স্বপ্ন পুড়িয়ে দিলো দূর্বৃত্তরা

পল্লীর কৃষক মোঃ নূর ইসলাম।নিজের ঘরের চালের ভাত খাবেন,এমনটাই স্বপ্ন নিয়ে ২৪ শতক জমিতে রোপন করেছিলেন নিপিয়া ঘাসের চারা।বিধাতার লিখন না যায় খণ্ডানো। রাতের আঁধারে কে যেন ক্ষতিকারক কীটনাশক ছিটিয়ে ঘাসগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে।বুধবার (১৩ অক্টোবর) সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের পার্বতীপুর গ্রামের দক্ষিণ পাড়াতে গিয়ে এমনই দেখা গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে চরম হতাশা এবং দুশ্চিন্তায় পড়েছেন প্রান্তিক কৃষক মোঃ নূর ইসলাম।

জানাগেছে, অসহায় ক্ষতিগ্রস্থ এই পল্লীর প্রান্তিক কৃষক নূর ইসলাম ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পার্বতীপুর গ্রামের মুনসাদ আলী মণ্ডলের ছেলে। হতভাগা চব্বিশ শতক জমিতে এই নিপিয়া ঘাস রোপন করেছিলেন। বুকভরা আশা নিয়ে ছাগল,গরু,হাস মুরগী বিক্রি করে যা আসে তা দিয়ে এই ঘাস আবাদ করেন। এই ঘাস বিক্রি করে তার নিজ পরিবারের খাবারের চাহিদা মেটানো হয়। এখানেই শেষ নয় এই পল্লীর কৃষক নূর ইসলামের সোনালী স্বপ্নের আসায় বৃহত্তর পরিষরে চাষ করার জন্য এনজিও থেকেও ঋণ নিয়েও ঘাস চাষ করেন।

চারা রোপণ করার দেড় মাস পরেই রোপণ করা ক্ষেতটি সম্প্রতি গাঢ় সবুজে রুপান্তর হয়েছিল। এবছর ব্যপক লাভের আশা দেখছিলেন কৃষক নূর ইসলাম। রাতের আঁধারে কে বা কারা এই ক্ষেতে ক্ষতিকারক কীটনাশক ছিটিয়ে পুড়িয়ে দেয়। যাতে করে ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার।

হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সরোয়ার হোসেন “দৈনিক ডেল্টা টাইমস্”-কে জানান, নূর ইসলাম ভাই খুব ভালো মানুষ। গভির রাতে দূর্বৃত্তরা তার জমির সমস্ত ঘাস ক্ষতিকারক কীটনাশক দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি এহেন ঘটনার সুষ্ঠ্যু বিচার চাই

এবং জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বাবী করছি।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক বলেন,আমি গরিব মানুষ আমার কারোর সাথে দ্বন্দ নেই। এই নিপিয়া ঘাস চাষে বর্তমানে আমার প্রায় ১৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকা হাস,মুরগী বিক্রি করা ও এনজিও থেকে ঋণ নেয়া। রোপণকৃত ২৪ শতক জমি থেকে প্রায় ৫০-৫৫ হাজার টাকা আয় হতো। তিনি আরও বলেন, আমি এখন পথে বসে গেছি। নিজে খাবো কি আর ছেলে মেয়েকে খাওয়াবো কি? এভাবেই কান্নায় ভেংগে পড়ে কৃষক নূর ইসলাম। তাছাড়া কারা এই ঘাস ক্ষেত পুড়িয়ে ফেলেছে,তা ধারণা করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যে আইনের আশ্রয় নিয়েছি।
ঘটনাটি আমি শুনেছি যা দুঃখজনক। বিষয়টি হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার অবগত আছেন বলেও জানান হরিণাকুণ্ডু পৌর মেয়র মোঃ ফারুক হোসেন। এদিকে হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা অভিযোগের ঘটনা স্বীকার করে তিনি বলেন এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ এসেছে, তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়টা ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

গাংনীতে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিনিয়িত চলছে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন। চেয়ারম্যান ও মেম্বর প্রার্থীরা শতাধিক মোটর সাইকেল যোগে উপজেলা চত্ত্বরে এসে মনোনয়ন ফরম জমা দিচ্ছেন। সেই সাথে করছেন নির্বাচনী সভা। খোদ উপজেলা চত্ত্বরে নির্বাচনী বক্তব্য রাখছেন প্রার্থীরা। তার পরও নির্বাচন অফিসার ও উপজেলা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় চলছে নানা আলোচনা সমালোচনা। তবে প্রশাসন বলছে বিষয়টি দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, গাংনী উপজেলার ৫টি ইউপির নির্বাচনী তপশীল ঘোষণা করা হয়। এগুলো হচ্ছে- কাথুলী, বামন্দী, মটমুড়া, সাহারবাটি ও তেতুঁলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ। বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলেও মৌণ সমর্থন দিচ্ছেন ও ঘোমটার আড়ালে নির্বাচনে এসে স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন। একেকটি ইউপিতে সরকার দলীয় ও

স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ অন্তত অর্ধশত লোক নির্বাচনী যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য প্রার্থীতা ঘোষণা করে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন।

পাঁচটি ইউনিয়নের সহস্রাধিক লোক মোটর সাইকেল যোগে উপজেলা চত্ত্বরে এসে নিজেকে অত্যন্ত জনপ্রীয় প্রার্থী হিসেবে জানান দিচ্ছেন। একেক প্রার্থীর পক্ষে শতাধিক লোক এসে মোহড়া দিচ্ছেন। যে কোন সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সাথে সংঘর্ষ ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন অনেকেই।
বামন্দী ইউপির নৌকা বঞ্চিত আজিজুল হক স্বতন্ত্র পার্থী হিসেবে বুধবার দুপুরে শতাধিক মোটরসাইকেল যোগে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে আসেন ও নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য ভাষণ দেন। এ ব্যাপারে আজিজুল হক বলেন, বিষয়টি তার জানা থাকলেও কর্মীদেরকে তিনি বাঁধা দিয়ে দমাতে পারেন নি। শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন প্রার্থীরা ক্লাব বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিচ্ছেন। শোভাযাত্রা যোগে ঘুরছেন নিজ এলায়। যানাজা থেকে সুন্নতে খাৎনা সব অনুষ্ঠানেই যেন উপযাজক হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বচন অফিসার আব্দুল আজিজ বলেন, নির্বাচনী বিধিতে বলা হয়েছে কোনো ধরনের মোটরসাইকেল শোডাউন,মিটিং মিছিল করা িেনিষধ এবং আইন বহির্ভুত। মনোনয়ন প্রত্র সংগ্রহ,জমা দানের সময় ৫ জনের অধিক লোক থাকতে পারবেনা। মিটিং মিছিল বা মোটরসাইকেল শো ডাউন দুরের কথা। যদি কোনো প্রার্থী এমন করে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই নির্বাচনী অচরণ বিধি লংঘন করেছে। আমাদের চরম ব্যাস্ততার কারনে বাহিরের বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে পারছিনা। তবে বিষয়টি দেখে ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে তিনি অবগত আছেন এবং দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার আশ^◌াস দেন তিনি।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন দিবস পালন

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালনে গাংনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের উদ্যোগে বুধবার সকালে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ইউএনও সভা কক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক। পিআইও নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন, উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তবৃন্দ।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে গাংনী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ফুটবল মাঠে অগ্নিনির্বাপক মহড়ার আয়োজন করে ফায়ার সার্ভিস।

গাংনীতে ইঁদুর নিধন মাস শুরু

মেহেরপুরের গাংনীতে মাসব্যাপী ইঁদুর নিধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২১ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ কার্যক্রম শুরু করেছে। বুধবার সকালে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভা কক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ইঁদুরের ক্ষতির পরিসংখ্যান তুলে ধরেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন। তিনি বলেন, জীব বৈচিত্র ও পরিবেশ রক্ষায় ইঁদুরের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অনেক সময় ইঁদুর হয়ে উঠে ক্ষতির প্রধান কারণ। বিশেষ করে ফসলের ক্ষেত ও বসতবাড়িতে

খাদ্য খাবার খেয়ে কৃষকের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে ইঁদুরেরা। বাংলাদেশে প্রতি বছর দুই হাজার কোটি টাকার খাদ্য শস্য ইদুরের পেটে চলে যায়। ইঁদুরের কারণে বিশে^র যে ১১টি দেশে সবচেয়ে বেশি ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। এশিয়া মহাদেশে প্রতি বছর ইঁদুর যে পরিামণ ধান-চাল খেয়ে নষ্ট করে তা ১৮ কোটি মানুষের এক বছরের খাদ্যের সমান। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই ৫০-৫৪ লাখ লোকের এক বছরের খাবার নষ্ট করে ইঁদুর। ক্ষতিকর এই ইঁদুর দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে। একজোড়া প্রাপ্ত বয়স্ক ইঁদুর বছরে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার বাচ্চা দেয়। স্ত্রী ইঁদুর বাচ্চা প্রসবের তিনি দিনের মধ্যেই আবারও গর্ভধারণ করে থাকে। তাছাড়া ইঁদুর ৬০ ধরনের রোগ ছড়িয়ে থাকে। তাই আসছে আমন মৌসূম সামনে রেখে এখনই ইঁদুর নিধনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহবান জানান তিঁনি।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক। বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ, আব্দুর রউফ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) নিরাঞ্জন চক্রবর্তী।
আলোচনা সভা শেষে একটি র্যালি গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বর প্রদক্ষিণ করে। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারী ও প্রগতিশীল কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইঁদুর মেরে এ কার্যক্রমের সুচনা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম মেহেরপুর শহরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, মেহেরপুর শ্রী শ্রী হরি ভক্তি প্রদায়িনী পূজা মন্ডপ, নায়েব বাড়ি মন্দির, মালোপাড়া বকুলতলা

মন্দির, হালদারপাড়া হরিজন মন্দির পরিদর্শন করেন।
এসময় জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার জেলাবাসীকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এটিকে লালন করতে হবে। পরিদর্শনকালে অন্যদের মধ্যে পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহা দারা খান, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সবুজে বেষ্টিত অপার সম্ভাবনা হরিণাকুণ্ডু

ধান আর পান হরিণাকুণ্ডুর প্রাণ। কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙ্গালী। লাল সবুজের বুকে বেড়ে উঠা সবুজের সমারহ। নান্দনিকতায় বিস্তীর্ণ্য সোনালী সবুজে বেষ্টিত এ উপজেলা। আরও আছে হাওড় বাওড় নদী নালার লালনের চরণ ভূমি। বলছি লতায় ডগায় মুড়ানো প্রাচুর্যে ভরপুর সমৃদ্ধ শ্যামলী শস্য ভাণ্ডার ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কথা। এই উপজেলাটি বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী মুজিবনগরের পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলার নিকটবর্তি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা। এই জনপদে অঞ্চলিক ভাষাভাষী আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এক অপুর্ব সূতিকাগার। প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতায় সিক্ত এই এলাকার জনজীবনও তেমনই সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আবেগী মমতায় ভরপুর। বলাই বাহুল্য হরিণাকুণ্ডুর প্রকৃতি এক জীবন্তু জাদুঘর। বাঘাযতীন, লালনশাহের জনপদে আছে ধান পান মাছ এবং হাওড় বাওড় যেন পুরা বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। পর্যাটনে বিপুল সম্ভাবনার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা। এ উপজেলার অনেক স্থানে অনাদরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক দর্শণীয় স্থান।

তাই হাটি হাটি পা পা করে এসব দৃশ্যেরিই দেখা মিলবে যদি যান দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জনপদ হরিণাকুণ্ডুতে। এছাড়াও এ এলাকার দর্শণীয় স্থানগুলোর মধ্যে মরমী কবি বাউল লালনশাহ এর শৈশবে কাটানো সেই বসতভিটা। উপজেলার সোনাতনপুর, কাপাশহাটীয়া,চাঁদপুর, নারায়নকান্দী বাওড় এখন বছরের যে কোনো সময়ে আনন্দ ভ্রমণ, পিকনিক বা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন নিয়ে বেড়ানোর এক মনোমুগ্ধকর

স্থান। তবে এখনো অচেনা এই সম্ভাবনাময় জনপদটি জনগনের কাছে অজানায় রয়ে গেছে।এখানে আসলেই দেখতে পাবেন আঁকাবাঁকা মেঠো পথে প্রান্তরে সবুজের সমারোহ নাকের ডগায় এসে লুটোপুটি খাবে সবুজ পাতার নির্মল সু-গন্ধ। মূহুর্তেই স্বতেজ করে তুলবে এই জনপদের সুবাস।বিমোহিত হয়ে হারিয়ে যাবেন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে।

ছবির মতো এই মনোরম দৃশ্যে আপনাকে বিলিয়ে দেবে এক নৈস্বর্গিক স্বপ্নঘোরে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাওড়, বাওড়, নীলকুঠী, বাঘাযতীনের বসতভিটা,লালনভূমি, সিরাজ সাইর মাজার, ফকির মাহমুদ বিশ্বাসের মাজার বাগান বাড়ি, পাঞ্জু শাহের মাজার আরও আকর্ষণীয়ভাবে পর্যাটকদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। স্থানীয় বাসিন্দা ও সাংবাদিক হরিণাকুণ্ডু প্রসক্লাবের সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান (বাদল) জানান, বলাই বাহুল্য যে, অপরুপ সৌন্দর্যময় লিলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলো দর্শণীয় স্থান সমূহ । চমৎকার দৃষ্টি নন্দনী দেখতে আসলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

যেমন খ্যাতি বাড়বে এই উপজেলার, তেমনই বাড়বে বৈদেশিক মুদ্রার।হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা “গণমাধ্যমকে জানান, হরিণাকুণ্ডুতে বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যাক্তিদের চারণভূমি। এছাড়া এখানে ধান, পান, কলাসহ, দৃষ্টি নন্দন প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ বেষ্টিত বাওড় আছে।আরও আছে মনমুগদ্ধকর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পর্যাটনের জন্য ভালো একটি স্পট।সেলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে।ইতিমধ্যে বিপ্লবী বাঘাযতীনের ম্যুরাল স্থাপিত হয়েছে।সেখানে একটি একাডেমীক ভবন সহ লাইব্রেরী এবং জাদুঘর তৈরির করার কাজ নিকটেই শুরু করতে যাচ্ছি।

বিট পুলিশিংয়ের কারণে মানুষ দোরগোড়ায় সেবা পাচ্ছে

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার” এ স্লোগান কে সামনে রেখে, দর্শনা থানাধীন ৯নং বিট ও গড়াইটুপি ইউনিয়নের আয়োজনে

গড়াইটুপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টায় বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান

শফিকুর রহমান রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা রাখেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ জাহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি নাগরিকের পুলিশি সেবাপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। তাই সমাজ ও মানুষের প্রতি পুলিশের রয়েছে দায়বদ্ধতা। মনে রাখতে হবে মানুষ মানুষের জন্য, সকলে মোরা সকলের ত্বরে প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠিতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং টেকসই করতে হলে টেকসই সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই। আর টেকসই আইনশৃঙ্খলার জন্য জনগণের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা অত্যাবশ্যক। পুলিশকে গণমুখী ও জনবান্ধব করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে পুলিশের ভূমিকাকে আরও উজ্জ্বল করবে এবং পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থার সংকট কাটিয়ে পুলিশ-জনতা সম্পর্কোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পুলিশি সেবা জনগণের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছানো এবং পুলিশের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও গণমুখী করার প্রত্যয় নিয়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে ছোটখাটো সামাজিক বিরোধ প্রাথমিকভাবে নিষ্পন্ন করা গেলে গুরুত্বর অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। তাই ইভটিজিং, যৌতুক, বাল্যবিয়ে ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা নিরসন জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা অতিব জরুরি।

বিট পুলিশিং’র কারনে একদিকে যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ পুলিশি সেবা পাচ্ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস। আগামীর সম্ভাবনাময় উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং সামনে এগিয়ে যাবে এবং এর সুফল সবাই ভোগ করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা রাখেন, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা সার্কেল মুন্না বিশ্বাস, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল কবির, বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শাহা আলম

সনি প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনপ্রতিনিধি, বীরমুক্তিযোদ্ধা, সুশিল সমাজের নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।